R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ. ৩৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই পৌষ বুধবার, ১৩৯১ সাল ২রা জানুয়ারী, ১৯৮৪ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

## জেলায় দুটিতে সি পি এম ও ১টিতে কংগ্রেস জয়ী

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : অষ্টম লোকসভা নির্বাচনে মুরশিদাবাদ জেলার ৩টি আসনের মধ্যে ২টি সি পি এম পুনর্দখল করলেও ১টি আসনে কংগ্রেস-ই জয়ী হয়েছে। আর এস পি'র প্রবীণ জননেতা ত্রিদিব চৌধুরীকে হারিয়ে বহরমপুরের ওই আসনটি ইন্দিরা কংগ্রেস শুধু ছিনিয়ে নিয়েছে তাই নয়, অন্য আসনগুলিতেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। মুসলীম অধ্যুষিত এই জেলায় কংগ্রেসের পক্ষে বিরাট সমর্থনের মূলে, ধারণা করা হচ্ছে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের প্রতি সাধারণ মানুষের বিতৃষ্ণা এবং ইন্দিরার প্রতি অপমৃত্যুজনিত সহানুভূতি। এই লোকসভা নির্বাচনে ৩টি আসনে বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন মুরশিদাবাদে মাসাদুল হোসেন, জঙ্গিপুরে জয়নাল আবেদীন এবং বহরমপুরে অতীশ সিংহ। প্রথমোক্ত দুই প্রার্থী সি পি এমের হয়ে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। মুরশিদাবাদ আসনে মাসাদুল হোসেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস ই-র আজিজুর রহমানকে ৬,১৯২ ভোটে, জঙ্গিপুর কেন্দ্রে জয়নাল আবেদীন কংগ্রেস ইর মহঃ সোহরাবকে ১৪,৭৩৮ ভোটে পরাজিত করেছেন। বহরমপুর আসনটিতে বর্ষীয়ান ত্রিদিব চৌধুরীকে ৩,০৪৭ ভোটে হারিয়ে কংগ্রেস-ই প্রার্থী এম এল এ অতীশ সিংহ জয়ী হয়েছেন। ত্রিদিববাবু গত '৫২ সাল থেকে ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন। স্বভাবতই জেলার মধ্যে সবার নজর ছিল ওই কেন্দ্রের ফলাফলের প্রতি। ত্রিদিববাবু পরাজিত হলেও এবারে কংগ্রেস দখলীকৃত বেলডাঙ্গাসহ নওদা, বড়োঞা, ভরতপুর এবং কেতুগ্রাম এই ৫টি বিধানসভায় অতীশবাবুর চেয়ে তিনি বেশী ভোট পেয়েছেন। কেতুগ্রামে অতীশবাবুর চেয়ে ১৩ হাজারে ত্রিদিববাবু এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু অতীশবাবু সে সব ব্যবধান পেরিয়ে যান বহরমপুর ও কান্দীতে। বহরমপুর ও কান্দীতে শ্রীসিংহ ১৭ হাজার করে প্রায় ৩৪ হাজার ভোট বেশী পান। এবং এর ফলেই শেষ পর্যন্ত অতীশবাবুর জয় সম্ভব হয়। মুরশিদাবাদ আসনটিতে সি পি এম জিতলেও তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। সি পি এম প্রার্থী ভগবানগোলা, মুরশিদাবাদ, জলঙ্গী, ডোমকল এবং করিমপুরে এগিয়ে থাকলেও হরিহরপাড়া এবং লালগোলায় পিছিয়ে পড়েন। তবে শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধান ৬ হাজারে দাঁড় করিয়ে মাসাদুল জয়ী হন। জঙ্গিপুর আসনটিতেও চলে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কংগ্রেস-ই প্রার্থী প্রথম দিনের সুতী, ফরাক্কা ও জঙ্গিপুর এই ৩টি বিধানসভার ভোট গণনায় প্রায় ৫ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকলেও পরদিন সি পি এম প্রার্থী নবগ্রাম, খড়গ্রাম, সাগরদীঘি এবং অরঙ্গাবাদ এই ৪টি বিধানসভায় কংগ্রেস-ই প্রার্থীকে পিছনে ফেলে ১৪ হাজারেরও বেশী ভোটে জয়ী হন। এখানে উল্লেখ্য সি পি এমের লালদুর্গ হিসেবে খ্যাত ফরাক্কায় তাদের সমর্থনে ব্যাপক ঘাস। গত বছর সেখানে ১৫ হাজারেরও বেশী ব্যবধান থাকলেও এবারে তা কমে দাড়ে ৪ হাজারে দাঁড়ায়। আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত, তা হল জেলার ৩ কেন্দ্রেই পোষ্টাল ব্যালট গণনায় কংগ্রেস-ই বেশী ভোট পেয়েছে বলে দেখা গেছে। অন্যদিকে এবারে বাতিল ভোটের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বহরমপুরে ১১,০৬২, মুরশিদাবাদে ১১,২৭৭ এবং জঙ্গিপুরে ১১,৭৪৩টি ভোট বাতিল হয়েছে। মূল ৬ প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া অন্যান্য সব প্রার্থী এবারে তাঁদের জামানতও হারিয়েছেন। সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন বহরমপুরে মোকাদ্দেম হোসেন (২৭৮), মুরশিদাবাদে সন্তোষ সরকার (২,৬০৫) এবং জঙ্গিপুরে দিলীপ সিংহ (৯৩১)। ৩টি কেন্দ্রেই বি জে পি প্রার্থীরা তৃতীয় স্থান দখল করেছেন।

## বিশ্বাসঘাতকদের তালিকায় দুই এম এল এ'র নাম

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেস-ই এবং বামফ্রন্টের দুই শরিক আর এস পি ও সি পি এমের জনকয় নেতার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ উঠেছে। জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত রিপোর্ট বহরমপুরে দলীয় নেতাদের কাছে গিয়ে পৌছেছে তাতে জানা গেছে লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের হারাতে ওই সমস্ত নেতারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন। এ নিয়ে সাধারণ কর্মীদের মধ্যেও কয়েকটি এলাকায় বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতকদের তালিকায় দু'জন এম এল এ'র নামও রয়েছে। এছাড়াও জেলা ও ব্লক পর্যায়ের অন্তত: জনা দশেক নেতাকেও বিশ্বাসহন্তার দায়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রাক্তন এক মন্ত্রীর ভাইও রয়েছেন বলে জানা গেছে। মুর্শিদাবাদের ৩টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২টিতে সি পি এম এবং ১টিতে কংগ্রেস জয়ী হলেও এই লড়াই সবক্ষেত্রেই হয়েছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। এবং হিসেব মত দেখা যাচ্ছে ৩টি আসনেই বামফ্রন্ট, যারা গত নির্বাচনে এই আসনগুলি দখল করেছিল কংগ্রেসের সঙ্গে বিরাট ভোটের ফারাকে, ও কংগ্রেসের মধ্যে ভোটের ব্যবধান অত্যন্ত কমে গেছে। বহরমপুরে ৬৮ হাজার থেকে ব্যবধান মুছে দিয়ে ত্রিদিব চৌধুরীকে ৩,০৪৭ ভোটে হারিয়েছেন কংগ্রেসের অতীশ সিংহ। জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ আসন দুটিতে গতবারের সি পি এম প্রার্থীরা জয়ী হলেও ব্যবধান কমে জঙ্গিপুরে দাঁড়িয়েছে ১৪,৪৩১ ( গতবার ছিল ৭২ হাজার ), এবং মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়েছে ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## ডাকঘর তছনছ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী ব্লকের নয়া বাহাদুরপুর গ্রামীণ ডাকঘরটি একদল কংগ্রেসী বিজয় উৎসবকারী তছনছ ও ভাঙচুর করেছে। পুলিশ জানায়, ওই ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টারের দুই ছেলে সি পি এমের হয়ে নির্বাচনে খাটা-খাটনি করে। সেই আক্রোশেই গত পরশু একদল কংগ্রেস সমর্থক বিজয় মিছিল নিয়ে গিয়ে ডাকঘরে ঢুকে তাণ্ডব করে। এ নিয়ে সুতী থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

### ঃ এক নজরে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী চিত্র ঃ

| বিধানসভা কেন্দ্র | জয়নাল আবেদীন | মহম্মদ সোহরাব | অনিমা বসু | আবদুস সৈয়দ | শিশির প্রামাণিক | মৃণাল ঘোষ | মোল্লা জিয়াউর | দিলীপ সিংহ | প্রদত্ত ভোট | বাতিল ভোট | মোট ভোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরাক্কা | ৩৫৭২০ | ৩০৯৮৭ | ৫৮১২ | ৫৭২ | ৭০৪ | ৪৯৯ | ৬৮৬ | ১৫৮ | ৭৫১৩৮ | ১৭৯৯ | ৭৬৯৩৭ |
| অরঙ্গাবাদ | ৪১৯৫৯ | ৩৪৭৭৬ | ১৮৯৭ | ১৮৫৪ | ৩১৩ | ৫৪২ | ৬৯৩ | ১৯৬ | ৮২২৩০ | ১৭৫০ | ৮৩৮৮৬ |
| সুতী | ৩৯১৯৪ | ৩৯৭২৫ | ২৬২৬ | ১৩৯৮ | ৩৩৬ | ৫১২ | ২২১ | ১৩৮ | ৮৪১৬০ | ১৫২৯ | ৮৫৬৮৯ |
| সাগরদীঘি | ৩৯৩৭৮ | ৩৮৩৭৫ | ১১১৯ | ৬০৭ | ২৪৯ | ৩২৫ | ১৩৬ | ৮৫ | ৮০২৭৪ | ১৪৬৩ | ৮১৭৩৭ |
| জঙ্গিপুর | ৩৩৭৭৬ | ৪২৫৩৮ | ২২৬১ | ২৬০৬ | ৩৪১ | ৫৬২ | ৩৭৪ | ১৭৫ | ৮২৬০৩ | ১৯২৮ | ৮৪৬০৩ |
| নবগ্রাম | ৪৬৬০২ | ৪০১৬৩ | ৮৪৮ | ১০৭৮ | ২২৫ | ৩৯১ | ১৩৩ | ৯৬ | ৮৯৫৩৭ | ১০৮২ | ৯১২০৯ |
| খড়গ্রাম | ৪৭২১২ | ৪২৪৪৬ | ১৫৩৬ | ৩৬৮ | ২১ | ৪০১ | ১২৯ | ৮৩ | ৯২২৯০ | ১৩৩০ | ৯৩৭২০ |
| মোট | ২৮৩৮৪২ | ২৬৯০১০ | ১৬১০০ | ৮৪৮৩ | ২৩৯৩ | ৩২৩২ | ২৩৭২ | ৯৩১ | ৫৮৬২৩২ | ১১৪৮৭ | ৫৯৭৮৪৯ |
| পোষ্টাল | ১৩৬ | ২২৯ | ৫ | ৩ | | ১ | | | ৬২৯ | ৩৭৪ | ৬২৯ |
| সর্বমোট | ২৮৩৯৭৭ | ২৬৯২৩৯ | ১৬১০৫ | ৮৪৮৬ | ২৩৯৩ | ৩২৩৩ | ২৩৭২ | ৯৩১ | ৫৮৬৭৩৬ | ১১৭৪৩ | ৫৯৮৪৭৮ |

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই পৌষ, বুধবার, ১৩৯১ সাল।

## হে নূতন, স্বাগতম্

গত ৩১শে অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর—এই দুই মাস শ্রীরাজীব গান্ধীর প্রধান মন্ত্রিত্বের এক সাময়িক ব্যবস্থা। ইহা অবশ্য বিরোধীদেরই ধারণা হইয়া থাকিবে। কিন্তু অষ্টম লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সমস্ত ধারণাকে বদলাইয়া দিয়াছে। কংগ্রেস (ই) যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল, তাহা অভাবিত। সমগ্র কংগ্রেস জমানায় এমন গণসমর্থন কখনও দেখা যায় নাই। সবুজের যে বিরাট অভিযান শুরু হইয়াছে, তাহা 'চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা' তথাকথিত 'আধমরাদের' ঘা মারিয়া 'প্রাণ অফুরাণ' দেদার ছড়াইয়া দিয়াছে। আজ হইতে শতবর্ষ আগের কংগ্রেস কি চিন্তা করিতে পারিয়াছিল যে, শতবর্ষ পরে এক নবীনের আহ্বান আসমুদ্রহিমাচল প্রকম্পিত করিয়া এমন বিপুল জনসমর্থনের প্লাবন বহাইবে? জীর্ণ সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনদের উন্নাসিকতা ভাসিয়া গিয়াছে নবীন চিন্তাধারা ও আদর্শের স্রোতে। নূতন আপন আসন অধিকার করিয়াছে।

কেহ বলেন, ইহা ইন্দিরা-হাওয়া। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী প্রাণ দিয়া কংগ্রেসকে উজ্জীবিত করিলেন। কিন্তু হাওয়াই কি সব? তাহা নহে। ভারতের কোটি কোটি মানুষ বুঝিয়াছে যে, সুষ্ঠু ও সংগঠনমূলক বিরোধী ভূমিকা পালনের নামে দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি বিনষ্ট করিবার অপপ্রয়াসের যে চক্রান্ত চলিতেছিল তাহার উপযুক্ত মোকাবিলা করিতে হইবে এবং তাহার জন্যই যোগ্য অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সর্বত্র ব্যালটের বাক্সে। নির্বাচন কমিশনকেও অজস্র ধন্যবাদ। যখনই যেখানে ভোটের গোলমাল দেখা দিয়াছে, কমিশন দৃঢ় হস্তে সেখানে পুনরায় ভোট গ্রহণের আদেশ দিয়াছেন এবং তত্রত্য মৌরসী-পাট্টাকে বানচাল করিয়া দিয়াছেন।

কেহ ইহাকে ঐতিহাসিক জয় বলিয়াছেন। এই জয় কংগ্রেসের, এই জয় দেশপ্রেমী জনগণের। ব্যক্তি রাজীবের পশ্চাতে কোটি কোটি মানুষ আজ সামিল হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার হাতে জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিগত জয় সমগ্র তরুণ-সমাজের জয়। যখনই কি কংগ্রেস, কি অকংগ্রেস, দলের মধ্যে গ্লানি দেখা দিয়াছে, এই জনগণই যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সে দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছেন, শাসনের দণ্ড কাড়িয়া লইয়াছেন। আর সেই জন্যই আমরা দেখিয়াছি কেন্দ্রে একবার অকংগ্রেসী সরকার এবং তাহার পর আবার কংগ্রেসী সরকার।

সুতরাং জনগণের দরবার বড় কঠিন ঠাঁই। তাই তরুণ প্রধান মন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে যে কংগ্রেস (ই) জমানা শুরু হইল, তাহা আর সাময়িক একটা ব্যবস্থামাত্র নয় বলিয়া এই নেতৃত্বের উপর নানা গুরু দায়িত্ব বর্তাইয়াছে, যে দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে, আগামী ভবিষ্যতের দিনগুলিতে জনসমর্থন অর্জন করিবার পথকে প্রশস্ত করা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিবার আছে। সংসদে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিরোধী পক্ষ থাকা একান্ত প্রয়োজন। দেশের বিরোধী দলগুলিকে এই ব্যাপারে ভাবিতে হইবে। তাঁহাদেরও আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে। উপযুক্ত 'পার্লামেন্টারিয়ান' খুবই দরকার দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে। দক্ষ বিরোধী নেতৃত্ব না থাকিলে শাসন ব্যবস্থায় নানা গলদ আসিবে।

ইংরাজী নববর্ষকে স্বাগত জানাই। নূতনের যাত্রাকে স্বাগত জানাই। স্বাগত জানাই তরুণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধীকে, তাঁহার নেতৃত্বকে। স্বাগত জানাইতেছি ভারতের কোটি কোটী জনগণকে যাঁহারা আজ দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্য একটি বলিষ্ঠ সরকার কেন্দ্রে আসীন করিলেন। জয় হিন্দ।

### কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

কৃষি সংবাদদাতা: সম্প্রতি সাগরদীঘি বি এস ফারমে ব্লকের আদিবাসী কৃষকদের একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কৃষি এবং বিভাগীয় দফতরের একাধিক অফিসার সবজি ও বিভিন্ন ফসল চাষে আদিবাসী কৃষকদের উদ্বুদ্ধ হবার আবেদন জানান।

### ইন্দিরার নামে পল্লী

রঘুনাথগঞ্জ: শহরের হাসপাতাল সংলগ্ন পল্লীর নামকরণ করা হয়েছে ইন্দিরা পল্লী। সম্প্রতি ওই পল্লীর বাসিন্দারা এক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

## কেন এই বিপুল সফলতা? কেন এই বিপর্য্যয়?

ঠাকুরদাস শর্ম্মা

গত লোকসভা নির্বাচন এনে দিয়েছে কংগ্রেস (ই) এর অভূতপূর্ব্ব সফলতা আর বিরোধীপক্ষের বিপুল নজিরবিহীন ব্যর্থতা। যেন সাইক্লোনের দাপটে মহীরুহ উৎপাটিত। ভারতের রাজনৈতিক গগনে নতুন যুগের সূচনা। তাবড় তাবড় বিরোধী নেতা অনামী স্বল্পনামী নূতন রাজনৈতিক জগতে আগত নবীন নেতৃত্বের সাথে যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাভূত। কেন এই বিপুল সফলতা কংগ্রেসের, আবার কেন এই নজিরবিহীন বিপর্য্যয় বিরোধীপক্ষের সেটা ভেবে দেখার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। অনেকে চিন্তা করছেন এ ঘটনা শুভ হয়েছে। বৃদ্ধ রাজনীতিকরা ধরাশায়, তারুণ্যের লালিমায় আলো ঝলমলে অষ্টম লোকসভা। নব যৌবনের জোয়ার এসেছে শত বরষের প্রাচীন কংগ্রেসের। এবার শুভদিন আগত ঐ, জনজীবনের দুঃখ বঞ্চনার অবসান অবশ্যম্ভাবী। শান্তি সুখ পড়বে উছলিয়ে। এই সুখের আশায় অধিকাংশ জনমন উৎফুল্ল। নিশ্চয়ই এই আবেগ ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতে যার ফলশ্রুতি দক্ষিণ পন্থীদের জয় জয়কার। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে কি দেখা যাবে? দেখা দেবে ভারতীয় জনতার বিবেক ধর্ষিত হয়ে ভালমন্দের চিন্তা হারিয়ে এই বিশাল পরিবর্তনকে আহ্বান জানিয়েছে। তবে প্রশংসা অবশ্যই প্রাপ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের নয়া উদ্গাতাদের। ধন্য তাদের প্রচার কর্ম। কেন না নেতৃত্ব তাদের প্রচার কর্মের ধারায় জনচিত্তে বিশেষ করে তরুণদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করাতে পেরেছে যে তারাই নবযুগের সূচনা করতে সক্ষম, কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না শুধুমাত্র বার্দ্ধক্যে জরজর ক্ষমতা লিপ্সায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত বিরোধী নেতাদের বিরোধীতায়। তাদের প্রচারে যুবচিত্ত উদ্বেলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় সমর্থনে এলো অগ্রসর হয়ে। সৃষ্টি করলো টাইফুনের। যার আঘাতে নিমজ্জিত হলো সুপ্রাচীন বিরোধী নেতৃত্বের বৃহৎ জলযানগুলি। এবার শান্তিতে নূতন কর্মযজ্ঞ শুরু করতে পারবেন তরুণ কংগ্রেস (ই) নেতৃবৃন্দ। কিন্তু বাস্তবে কি সত্যই সেই স্বপ্ন সফল হতে পারে? সামাজিক শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করলে কি দেখা যায়। দেখা যায় কংগ্রেসের মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের অধিকাংশই ধনিক ও বণিক শ্রেণী প্রতিভূ। এঁদের উন্নতির প্রধান চাবিকাটী শোষণ। একথা বিশ্বাস করা যায় না যে তাঁরা তাঁদের প্রকৃতি পরিবর্তন করে শোষিত জনগণের স্বার্থে আহৃত সম্পদ বিলিয়ে দেবেন তাদের মধ্যে। তবুও সুখ স্বপ্নের ঘোরে ভারতের আপামর জনসাধারণ বিপুলভাবে সারা দিয়েছে কংগ্রেস (ই) এর ডাকে, প্রতিষ্ঠিত করেছে কংগ্রেস (ই)কে শাসন ক্ষমতায় সকল বিরোধী পক্ষকে বিপর্য্যস্ত করে। এই খানেই ব্যর্থতা বিরোধী দলগুলির এমন কি মার্ক্সবাদী সংগঠনগুলিরও। বিরোধী দলগুলি জনমনে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ না ঘটিয়ে শুধুমাত্র কংগ্রেস বিরোধীতাকে প্রচার মাধ্যম করায় স্বভাবতই জনচিত্ত হয়েছে বিভ্রান্ত এবং কংগ্রেসের প্রচারকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে। তারা লক্ষ্য করেছে বামপন্থী দলগুলি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শ্রেণীগত যে চারিত্রিক দোষ ত্রুটি দেখাতে চাইছে, সেই একই শ্রেণী চরিত্র থাকা সত্ত্বেও যে কোন কংগ্রেস বিরোধী দলকেই বন্ধু বলে গ্রহণ করছে। সে কারণেই জনচিত্ত হয়েছে বিভ্রান্ত, বিবেক হয়েছে ধর্ষিত। চিন্তাশক্তি সত্য নির্ধারণে হয়েছে ব্যর্থ। কংগ্রেস (ই) এর সুচতুর নেতৃত্ব সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন। ফলে ধনতন্ত্রের ধারক বাহক হয়েও কংগ্রেস (ই) সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিজের দিকে আকর্ষণে হয়েছে সক্ষম।

নির্বাচনে এই বিপুল সাফল্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে দেখা যায়, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভোট এবারে তারা আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু মানসিকতাকে মূলধন করে যে দল সারা ভারতে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল বলে দাবী করতো, এবং সে দাবীর সত্যতা অস্বীকার করা যায় না, সেই ভারতীয় জনতা পার্টি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে বলা চলে। অতি দক্ষ বি জে পি নেতৃদ্বয় অটলবিহারী বাজপায়ী ও রাম জেঠমালানী পরাজিত হয়েছেন বিপুল ভোটের ব্যবধানে, তাও রাজনীতিতে নবাগত ব্যক্তির কাছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে বি জে পির হিন্দু জাগরণের প্রচেষ্টাই বুমেরাং হয়ে সেই দলকেই উৎখাত করেছে। ইন্দিরা গান্ধীর রণকৌশলে যখন কাশ্মীর থেকে ফারুক আবদুল্লা হলো বিতাড়িত, তাঁর দল ভিন্ন দেশের প্রতি অনুগত এই প্রচার চালানো হলো। (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## সাংস্কৃতিক সংবাদ

বহরমপুর : গত ১০ থেকে ১৮ ডিসেম্বর নেহেরু যুব কেন্দ্রের পরিচালনায় সারগাছি মিশন আশ্রমে যুব নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গিপুর মহকুমার বালিয়া নেতাজী সংঘ সহ ৮ জন শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সমাপ্তি দিবসে সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবরাজানন্দ। প্রধান অতিথি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শিবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, শিক্ষার্থীদের প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের বিপুল সমাবেশ—

ধন্নালাল

মোহনলাল জৈন

জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

Government of West Bengal
Office of the District Registrar, Murshidabad
P. O. Berhampore, Msd.

Applications are invited from suitable intending candidates for filling up permanently the newly created post of Muslim Marriage Registrar and Kazi for Mathurapore, having territorisl Jurisdiction over the P.S. of Sagardighi, in the district of Murshidabad. The candidates concerned should be well-versed in the Muslim Law especially in the law of Marriage and divorces. The last date of application to reach this office is 16th day of January 1985 next.

Sd/—
District Registrar, Murshidabad

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

## কৃষি সংবাদ

### বোরো ধানের শস্যবীমা

চলতি রবিমরশুমে বোরো ধানের শস্যবীমা প্রকল্প মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি, খড়গ্রাম, বড়োঞা ও ভরতপুর থানা এলাকায় সমবায় ও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলির মাধ্যমে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা হয়েছে।

| ব্লক | নির্দ্ধারিত ব্যাঙ্ক |
|---|---|
| কান্দি | জেলা কেন্দ্রিয় সমবায় ব্যাংক, মুর্শিদাবাদ |
| খড়গ্রাম | ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া, খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ |
| বড়োঞা | ষ্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া, কৃষি উন্নয়ন শাখা, সাঁটীতারা। |
| ভরতপুর ১নং ও ভরতপুর ২নং | গৌড় গ্রামীণ ব্যাংক সকল |

একজন বীমাকারী মোট ধানের ১৫০ ভাগ পর্যন্ত বীমা করতে পারেন।

উর্দ্ধসীমা স্থির হয়েছে

অসেচ এলাকায় ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত।
সেচ এলাকায় ১০,০০০ টাকা পর্যান্ত।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য অবিলম্বে নিজ নিজ এলাকার কৃষি ঋণ প্রদানকারী উল্লিখিত সংস্থার সঙ্গে বা স্থানীয় কৃষি কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আসন্ন বোরো মরশুমে শস্যবীমার সুযোগ নিন।

গত ১৯৮২-৮৩ খরিফ মরশুমে খরার জন্য যে শস্যের ক্ষতি হয়েছিল কান্দি, খড়গ্রাম, বড়োঞা, ভরতপুর ১নং, ২নং, নবগ্রাম, সাগরদীঘি ব্লকের চাষীরা ক্ষতি পূরণ বাবদ প্রাপ্য টাকা পেয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি অধিকারক কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

## কেন এই বিপুল সফলতা ?

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সেই সময় এই বিরোধী নেতারাই অবিবেচকের মত কেবল মাত্র ইন্দিরা বিরোধীতার কারণে এগিয়ে এলেন গণতন্ত্র হত্যার নামে ফারুকের পক্ষে। পঞ্জাবের ক্ষেত্রেও দেখা গেলো ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে শিখদের ভারত বিরোধী কাজের দমনে স্বর্ণমন্দির অভিযানের সময়ও এরা ছুটে গেলেন কেবল মাত্র ইন্দিরা বিরোধীতায়। ফল স্বরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় কংগ্রেস (ই)কেই দেখতে পেলো হিন্দুর ত্রাণকর্তারূপে। পরবর্তীকালে ইন্দিরা হত্যাও হিন্দু জনমনকে আকৃষ্ট করলো প্রচণ্ডভাবে এবং তারা মনেপ্রাণে প্রতিজ্ঞা নিলো কংগ্রেস (ই)কে জোরদার করে ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার চেষ্টায়। সেই মনোভাবেরই ফলশ্রুতি ভোটের বাক্সে হলো প্রতিফলিত। পশ্চিমবাংলার বামদলগুলি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় তাদের দলের অহেতুক মেদবৃদ্ধি ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমলাতন্ত্রের উপর অত্যধিক নির্ভরতা সেই দলগুলিকে জনসাধারণের বিরাগভাজনতো করেই দিলো তদুপরি এঁরা জনমনের এই আলোড়নকে কোন মূল্য না দিয়ে উপর্য্যুপরি কতকগুলি ভুল পদক্ষেপ নিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের নেওয়া নীতি শিক্ষাবিদদের বিক্ষুব্ধ করে তুললো। এদের বিক্ষোভকে সঠিক মূল্যায়ন না করে নিজেদের মতকেই সবস্তে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হলেন তারা। জনমন আন্দোলিত সঞ্জীব তীর্থঙ্করের ঘটনায় কোন আপসমুখী পদক্ষেপ না নিয়ে বৃথা অহমিকায় নিজেদের যুক্তিকেই প্রাধান্য দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। ফলে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আরো বিরোধী করে তুললেন। তদুপরি নির্বাচনের প্রাক্কালে ফারুক আবদুল্লাকে দিয়ে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রচার চালিয়ে, কংগ্রেস (ই) শিখদের হত্যাকারী শ্লোগান দিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠের ভোট কুড়াতে প্রয়াসী হলেন। ফলে বামফ্রন্ট সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন অনেকাংশে হারাতে বাধ্য হলেন। অবশ্য দেখা যাবে বামফ্রন্টের সম্মান বজায় রেখেছে গ্রাম বাংলার শ্রমজীবি মানুষ, যারা চিন্তাবিদ বা শহুরে বাবু শ্রেণী নয়। অনুন্নত, কৃষি নির্ভর জেলাগুলিতে ও যেখানে কৃষক, স্বল্প শিক্ষিত, অনুন্নত শ্রেণীর বাস বেশী সেই সব স্থানগুলিতে বামফ্রন্ট গরিষ্ঠতা পেয়েছে। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম যে না আছে তা নয়। অতএব বিশ্লেষণে দেখা যায় কংগ্রেসের এই বিপুল জয়ের কারণগুলি হচ্ছে—

১) প্রচার এর ব্যাপারে শাসক দল হিসাবে কংগ্রেস (ই) সহজ সুযোগ পেয়েছে এবং প্রচুর অর্থব্যয়ের সুযোগও তারা প্রাপ্ত হয়েছে।

২) সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু সেন্টিমেন্টকে সুযোগ ও সুবিধামত আপন স্বার্থে ব্যবহার করেছে সুকৌশলে।

৩) তরুণদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের সুকৌশল কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে চিত্রতারকাদের গ্লামারকে কাজে লাগানো। এবং প্রচার মাধ্যমে এ বিশ্বাস গড়ে তুলতে সক্ষম হওয়া যে একমাত্র তারাই পারে ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে এবং প্রশাসনিক পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে সকল সমস্যা সমাধান করতে।

আর অন্যান্যদের ব্যর্থতা হচ্ছে ১) এই সকল ব্যবস্থার ও প্রচারের যোগ্য রাজনৈতিক রণকৌশলে যোগ্য প্রতিরোধের অভাব।

২) বিরোধীদের মধ্যে একতাবদ্ধ হবার প্রেরণার অভাব ও অযৌক্তিক আত্ম বিশ্বাস যে কংগ্রেস জনসমর্থন হারিয়েছে।

৩) নেতৃত্বের প্রশ্নে পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্য বিবাদ যা জনসমক্ষে কটু বলে প্রতিভাত হয়েছে।

মার্ক্সবাদী দলগুলির ব্যর্থতা আরো বেশী। কেন না তারা এত বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেও মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জনগণকে রাজনীতি সচেতন করে তুলতে সমর্থ হননি। বরং সে চেষ্টা না করে দক্ষিণপন্থী দলগুলির ন্যায় শুধুমাত্র ভোট সর্বস্ব রাজনীতির মোহে মোহাবিষ্ট হয়ে রইলেন! কোন সঠিক কার্য্যক্রমের মাধ্যমে বুর্জুয়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কুৎসিত রূপটিকে সংসদীয় গণতন্ত্রের সুযোগ কাজে লাগিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। সে কারণেই হতাশাগ্রস্ত তরুণ সম্প্রদায় কংগ্রেসের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে কংগ্রেসকেই ত্রাণকর্তা ভেবে নির্বাচনে তাদের পক্ষে বিপুল সহযোগিতা দিয়ে বিরোধী পক্ষের ভরাডুবি ঘটিয়েছে।

## বিশ্বাসঘাতকদের তালিকায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৬,১৯২ (গতবার ছিল ৬৮ হাজার)।

কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করেন, এই জয়ের পিছনে সি পি এমের কৃতিত্বের চেয়ে দলের মধ্যেকার বিশ্বাসঘাতকতাই বেশী দায়ী। জঙ্গিপুরে পরাজয়ের জন্য নেতারা কংগ্রেসের এম এল এ লুৎফল হককে সবচেয়ে বেশী দায়ী করছেন। অরঙ্গাবাদে শ্রীহক প্রকাশ্যে বর্তমান কংগ্রেস প্রার্থী মহঃ সোহরাবের বিরোধীতা করেছেন বলে তাঁদের অভিযোগ। বয়োবৃদ্ধ ওই নেতা পরপর দু'বার জঙ্গিপুর থেকে এম পি নির্বাচিত হলেও গত দুটি নির্বাচনে সি পি এমের কাছে তাঁর পরাজয় ঘটে। শ্রীহকের অভিযোগ ছিল, মহঃ সোহরাবের বিরোধীতার জন্যই তিনি ওই নির্বাচনগুলিতে পরাজয় বরণ করেন। গত এম এল এ নির্বাচনে শ্রীহক সি পি এমকে অরঙ্গাবাদে আড়াই হাজার ভোটে হারালেও লোকসভার ফলাফলে ওই মুসলীম প্রধান কেন্দ্রে ইন্দিরা হাওয়াতুঙ্গে থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৮ হাজার ভোটবেশী পেয়েছে সি পি এম। জেলা কংগ্রেস নেতাদের মতে, লুৎফলের বিরোধীতাই এর জন্য দায়ী। ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের পরাজয়ে আরও একজন নেতাকে দায়ী করা হচ্ছে। তিনি হলেন আলি হোসেন মণ্ডল। অভিযোগ, শ্রীমণ্ডল কংগ্রেসের প্রকাশ্যে বিরোধীতা না করলেও তেমনভাবে দলের জন্য সক্রিয় ছিলেন না।

মুরশিদাবাদ আসনেও একই কাণ্ড ঘটেছে। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুস সাত্তরের নিজের এলাকায় এই বিপর্যয়ের পিছনে দুই প্রভাবশালী নেতাকে দায়ী করা হচ্ছে। এছাড়াও ৩ জন অঞ্চল প্রধানও দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা করেছেন বলে অভিযোগ। বহরমপুরে দলের এক নেতা অবশ্য ওইসব বিশ্বাসঘাতকদের নাম প্রকাশ করতে রাজী হননি। তবে তাঁর সন্দেহ, তাঁদের মধ্যে একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাইও রয়েছেন।

অন্যদিকে সি পি এম নেতৃত্ব মনে করেন, জঙ্গিপুর ও মুরশিদাবাদ আসন দুটিতে তাদের জয় সহজসাধ্য হয়নি এর প্রধান কারণ কিছু আর এস পি ও ফঃ ব্লক কর্মীর সি পি এম বিরোধী প্রচার। তাঁরা পরিস্থিতি বুঝে কোথাও নীরব থেকেছেন, কোথাওবা বি জে পি করেছেন, আবার কোথাও কোথাও কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে প্রকাশ্যে খেটেছেন। সি পি এমের সন্দেহ, আর এস পির এম এল এ শিষ মহম্মদও গা লাগিয়ে তাঁর এলাকায় কাজ করেননি। তাঁর বহু সাঙ্গপাঙ্গকে প্রকাশ্যে কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে প্রচার করতে দেখা গেছে। ফলে সুতী বিধানসভা এলাকায় সি পি এম প্রার্থী কংগ্রেসের চেয়ে অনেকটা মার খেয়েছে, যদিও গত বিধানসভায় ওই আসনে শিষ মহম্মদ কংগ্রেসের চেয়ে প্রায় ৮ হাজার ভোট বেশী পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন। ধুলিয়ান অঞ্চলে ব্লক কর্মীরা প্রকাশ্যে সি পি এমকে ভোট না দিতে ব্যাপকভাবে প্রচারে নামে। দলছুট সি পি এম কর্মীরা সেখানে ফঃ ব্লকের পতাকা তলে আশ্রয় পেয়েই এসব করেছেন ফলে অনেক ক্ষেত্রেফ্রন্ট বিশেষতঃ সি পি এম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একইভাবে মুরশিদাবাদ ( লালবাগ ) এলাকায় ফঃ ব্লকের একাংশ সি পি এমের বিরোধীতা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। দলের মধ্যেকার এই সব বিরোধীতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে দলীয় পর্যায়ে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা বহরমপুরে রাজনৈতিক মহলে তার কোন আভাষ পাওয়া যায়নি! আর এস পি অবশ্য 'সি পি এমের বিরুদ্ধে কয়েকটি এলাকায় প্রচার করার ব্যাপারে তাদের কিছু কর্মী জড়িত ছিলেন' এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে কংগ্রেস শিবিরে এক অদ্ভুত নিঃস্তব্ধতা। যদিও কয়েকটি এলাকায় বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে মিছিল মিটিং করার খবর এসেছে। রঘুনাথগঞ্জেও একদল ছাত্র যুব কর্মী এক মিছিল বের করে। ওই মিছিলে লুৎফল হকের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেওয়া হয় এবং একটি কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। অরঙ্গাবাদেও বিক্ষোভের আশংকায় পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার করে সুতী থানাকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর ( মুর্শিদাবাদ )
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৩

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
( বঙ্গ সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে )
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

এ সি সি
আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!
ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩
জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের
জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ ( সদরঘাট ) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী




রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।